দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

23

তারিখ 0 3 MAR 1989
পৃষ্ঠা 1 3

0 3 MAR 1989

নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

বাংলাদেশে ১৯৬১ সাল হইতে ১৯৮৬ সালের মধ্যে আড়াই দশকে নিরক্ষর জনসংখ্যা দ্বিগুণের চাইতেও বেশী হইয়াছে। ১৯৬১ সালে যেখানে অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষ ছিল

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

নিরক্ষর লোকের সংখ্যা

(১ম পৃঃ পর)

৩ কোটি ৬ লক্ষ সেইখানে ১৯৮৬ সালে একই রানের মানুষের সংখ্যা ৬ কোটি ১৮ লক্ষ।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ উদযাপন কমিটি বাংলাদেশ এই তথ্য জানাইয়াছে। কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ ফেরদাউস খান ও সম্পাদক কাজী রফিকুল আলম গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৯০ সালকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ ঘোষণার প্রেক্ষাপটে এই বক্তব্য পেশ করেন। উল্লেখ্য, গতকাল ঢাকাসহ বিশ্বের ২৪টি নগরীতে এই ঘোষণা যুগপৎ প্রকাশ করা হয়।

ইউনেস্কোর সহায়তায় লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবীয় অঞ্চল, আফ্রিকায় এবং এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলসমূহে সাক্ষরতা উন্নয়নে আঞ্চলিক ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়নের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বাংলাদেশে সামগ্রিক সাক্ষরতার হার ২৩ দশমিক ৭০ শতাংশ; পুরুষ সাক্ষরতা হার ৩১ শতাংশ ও মহিলা ১৬ শতাংশ।

১৯৮৫ সালের তথ্যানুযায়ী বিশ্বে ১৫ বৎসর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক নিরক্ষর জনসংখ্যা ছিল ৮৮ কোটি নব্বই লক্ষ; এই সংখ্যা তৎকালীন বিশ্বের মোট প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশেরও বেশী (২৭ দশমিক সত্তর শতাংশ)। নারী নিরক্ষরতা হার ৩৪ দশমিক নব্বই শতাংশ এবং পুরুষ কুড়ি দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিশ্বের মোট নিরক্ষর জনসংখ্যার ৯৮ শতাংশের অধিবাস। কেবল এশিয়া মহাদেশেই রহিয়াছে ৬৬ কোটি ষাট লক্ষ নিরক্ষর মানুষ অর্থাৎ বিশ্বের মোট নিরক্ষর জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশ।